এই কারণে এটা হলো জীবন্ত বলি । যে কেউ যার ক্রীড়া জগতে আত্মিক বৃদ্ধিতে সময় দেয়ার সুযোগ থাকে তার ক্ষেত্রে কোন কিছু ভুল করা কঠিন মনে হবে না । যদি তুমি খ্রীষ্টিয় জীবনে যুদ্ধে না পড় তাহলে কিছু বলার থাকে । এটার সম্ভবত মানে যে তুমি যীশু খ্রীষ্টের জন্য সক্রিয় নও ।

চিন্তা

যদি আমি একজনের জন্য খেলি, এটাই আরাধনা ।

আলোচনা

তোমার খেলাধূলার অবস্থাগুলো কি কি যেখানে এই পৃথিবীর আদর্শের সাথে মানিয়ে না চলা কঠিনতম হয় ।

কাজ

আপনি আত্মিক যুদ্ধে রয়েছেন ধরুন এবং লোকদের আপনার জন্য প্রার্থনা করতে বলুন যেন আপনি ভালভাবে খেলা চালিয়ে যেতে পারেন ।

৭ সম্মুখ সারিতে

অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বরের নানা করুণার অনুরোধে আমি তোমাদিগকে বিনতি করিতেছি । তোমরা আপন আপন দেহকে জীবিত, পবিত্র, ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে উৎসর্গ কর, ইহাই তোমাদের চিত্তসঙ্গত আরাধনা । আর এই যুগের অনুরূপ হইও না, কিন্তু মনের নতুনীকরণ দ্বারা স্বরূপান্তরিত হও, যেন তোমরা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পার, ঈশ্বরের ইচ্ছা কি; যাহা উত্তম ও প্রীতিজনক ও সিদ্ধ ।

রোমীয় ১২:১-২ পদ

যে মুহূর্তে খ্রীষ্টের জন্য তুমি সম্মুখ সারিতে এগিয়ে যাবে সেখানে দ্বন্দ থাকবে । সুতরাং পৌল বলেন যদি তুমি যীশুকে ধারণ কর এবং তোমার সত্ত্বা পুনঃরুদ্ধার হয়, এগিয়ে যাও তোমার দেহকে জীবিত বলিরূপে উৎসর্গ কর, কারণ এটা পবিত্র এবং ঈশ্বরের প্রীতিজনক ।

পৌল এটাকে তোমার আরাধনার আত্মিক কাজ বলেন । এখন আমরা আমাদের মনের কোন ধারণা হতে স্পষ্ট হই যে আরাধনা গান গাইতে বাঁধা দেয় অথবা আরাধনা হলো প্রতি রবিবারের এক ঘণ্টা । আমরা এই বইয়ে দেখেছি যে আমরা আমাদের দেহকে ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য দিতে আহুত হয়েছি । যেন এটি আরাধনার একটি কাজ হয় এবং একটি ২৪/৭ জীবন ধারণ কর্মসূচী!

তোমার দেহকে জীবন্ত বলিরূপে উৎসর্গ করা এবং ঈশ্বরের প্রীতিজনক হওয়া, এটা হচ্ছে আরাধনার আত্মিক কাজ । তাই যখন তুমি ঈশ্বরের আরাধনা কর–যখন তুমি তোমার মনের

দেহের, সময়ের সবকিছুর প্রতিটি অংশ ঈশ্বরকে দেও, তাই হচ্ছে আরাধনা ।

পৌল এও বলেন, "স্বরূপান্তরিত হও" । এই রূপান্তরিত খ্রীষ্টানদের নিজের তৈরী নয় কিন্তু পবিত্র আত্মার কাজ । যাহোক, ঈশ্বরের আত্মার পরিচালনায় সাড়া দেওয়ার জন্য আমাদের রূপান্তরিত হওয়ার দায়িত্ব রয়েছে । আমাদের ঈশ্বর কর্তৃক রূপান্তরিত হওয়া দরকার, জগতের সাথে মিশে নয় ।

এখন তার মনের হলো খ্রীষ্টকে সামনাসামনি প্রকাশ করা । তুমি ঈশ্বরের আদর্শে খেলছ । তোমার চারপাশের ক্রীড়ার শিষ্টাচার অনুসারে নয় । তুমি আরেকজনের সার্ট ধরে টানতে পার না কারণ সবাই এটা করে । ঐ আচরণ জগতের সাথে মিলে যাবে, ঈশ্বর দ্বারা রূপান্তরিত নয় ।

এটা হলো একটি সারা জীবন ব্যাপী কাজ । কিন্তু "অনুরূপ হইও না" এ ধরনের কথা বার বার আমাদের শুনা প্রয়োজন । এটার অবশ্যই খ্রীষ্টিয় উপদেশের মধ্যে একটি বড় অংশ । খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে আমাদের সর্বদা স্বীকার করা দরকার যে আমাদের জীবনের বৃহৎ বেদনাদায়ক অংশ এই যুগের অনুরূপ হয়ে যায় । এর মানে হলো ক্লাবে যীশুর পক্ষে স্বাক্ষ্য বহন করা কারণ তুমি ঈশ্বরের আদর্শে বাস কর এবং জগতের সাথে মিশে যাও না ।

পৌল কক্স কিংসটোনের ওয়েষ্ট সাইট চার্চ এবং জেলা লীগের জন্য খেলছিলেন । এটা দৈহিক বাঁধার বিরুদ্ধে একটি কঠিন খেলা ছিল যা রেফারীকে খুব চাপের মধ্যে রাখছিল । ওয়েষ্ট সাইড একটি কর্ণার পেয়েছিল । কক্স গোল পোষ্টের মধ্যে

ছিল । কর্ণার হতে একজন ফরওয়ার্ড খেলোয়াড় বলটি গোলে মারল, বলটি পৌল এবং গোলপোষ্টের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল ।

বলটি জালে গেল এবং বলটি আবার সোজা জালের পাশে একটি ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে গেল । রেফারী গোল কিক দিল । পৌল, অল্প কয়েকজনের মধ্যে একজন যে জানত আসলে কি ঘটেছিল । সে এক মুহূর্ত পেল চিন্তা করার জন্য এবং সিদ্ধান্ত নিল রেফারীকে বলবে যে বলটি ভিতরে গিয়েছিল । বিরোধীরা আশ্চর্য্য হয়ে গেল । পৌল গল্পটি তুলে ধরলোঃ

"কিন্তু কিছুক্ষণ পরে, রেফারী তার সন্দেহ অবস্থা হতে বেরিয়ে এলেন এবং গোলের সিদ্ধান্ত দিলেন । পুরো বিরোধী দল এলো এবং আমাদের ধন্যবাদ জানালো । যখন আমি সেন্টারে ফিরে এলাম, যাকে আমি বলছিলাম সে বলল তার আগের সকল অপব্যবহারের জন্য দুঃখিত । সকল সিদ্ধান্তের সমস্ত প্রশ্নবন্ধ হয়ে গেল । খেলা শেষে তারা সকলে আসল এবং আমাকে আবার ধন্যবাদ জানাল । এবং তারপর পোশাক পাল্টানোর কক্ষে ফিরলে তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার আমাকে ধন্যবাদ দিল ।" রূপান্তরিত হল যুগের অনুরূপ হল না ।

অবশ্য পৌলের টিমের সদস্যরা তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না । কিন্তু সে একজন দর্শকের জন্য খেলেছিল–তিনি ঈশ্বর– এবং সে যা সঠিক মনে করেছিল তাই করেছিল ।

এখন যে তুমি পুনঃরুদ্ধার হয়েছ, যাও এবং মানুষকে ভালবাস, এমনকি তোমার শত্রুকেও, এমন কি ডানপাশে পিছনের যে তোমাকে লাথি মারে । যদিও আমাদের খেলার জন্য দক্ষতা দেয়া হয়েছে, তাহলে আমাদের সামনে এর চেয়ে কি ভাল বিকল্প